দৈনিক সংবাদ

127

তারিখ ... AUG. 1 ■ 1999
পৃষ্ঠা: ৪ ... কলাম ১

বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ (?)

ইংরেজ আমলে আজকের বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল একটি— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বলে কোন কিছু এ উপমহাদেশেই হয়তো ছিল না। ব্যতিক্রম বার্মায় ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ মান্দালেকো (বা মান্দালয়)। এখন দেশে বিশ্ববিদ্যালয় অনেক; আর 'বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ' প্রায় অগুনতি। শিক্ষার প্রসার অবশ্যই কাম্য। থানা পর্যায়েও স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন হচ্ছে— এটা আনন্দের কথা। কিন্তু একটা কলেজে দু' একটা বিষয়ে এম এ ক্লাস খুললেই কি তাকে 'বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ' বলা হবে? এটাই কি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বৈশিষ্ট্য? বাংলাদেশে রয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পর সব সাধারণ কলেজ এর অধিভুক্ত। এদের পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, পরীক্ষা-গ্রহণ, সনদ প্রদান ইত্যাদি সব কাজ চলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায়। তাহলে এরা কী ধরনের 'বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ' যারা নিজেরা এসবের কিছুই পারে না? এছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রধানত এর শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের লেখা-পড়ার জন্য কলেজ, যেমন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ (এমনকি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল-ও।) আছে। তাই বিভিন্ন ধরনের 'বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ' আসলে 'মিস্‌নোমার' বা ভুল অর্থে শব্দ-প্রয়োগ। ইংরেজ আমলে অনেক আগে, কিছু কলেজে এম এ পড়ানো হতো— যেমন কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ, সিটি কলেজ, বঙ্গবাসী কলেজ আর হুগলী কলেজ। (ঢাকায় ঢাকা কলেজ এবং জগন্নাথ কলেজেও হয়তো)। কিন্তু এদের কাউকে 'বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ' বলা হতো না। উপমহাদেশের প্রথম 'র‍্যাংলার', আনন্দ মোহন বসু কলেজ থেকেই এম. এ. (গণিত-১৮৬৮-প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা) পাস করেছিলেন। তার নামে প্রতিষ্ঠিত ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন কলেজ এখন 'আনন্দ মোহন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ' নাম ধারণ করেছে। এমন কলেজও আছে যেখানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত পড়ানো হয়। এদেরকে তাহলে কী বলা হবে? উচ্চ মাধ্যমিক মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়? তার পরও 'কলেজ'— সাধারণের বোঝার সুবিধার্থে? এসব নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। রাজধানীর এমনই এক 'বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ' ঘোষিত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় রূপে। ঐ পর্যন্তই। কিন্তু এরই ধারাবাহিকতায় ঐ কলেজের অধ্যক্ষ নিজেকে 'উপাচার্য' বিজ্ঞাপিত করার জন্যই কি-না— তাকে ছিটকে চলে যেতে হয়েছিল অনেক দূরে। এসব বিভ্রান্তি দূর হতে পারে সরকার ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে একটা সম্মত-সিদ্ধান্ত দিলে।

(পুনশ্চ ঃ আরো নাম উল্লেখ করা যেতে পারে যারা কলেজ থেকে এম এ পাস করেছিলেন—সৈয়দ আমীর আলী (১৮৬৮), ডি এল রায় (১৮৮৪), আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৮৫), রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৯১১) এবং ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯১৮)। এ তালিকা মোটেই সম্পূর্ণ নয়। কথাটা বলা হলো এজন্য যে পাছে কেউ বলে বসেন অমুক-ও কলেজ থেকে এম এ পাস করেছেন; তাই তার নাম দেয়া উচিত ছিল'।)

মোহাম্মদ আবদুল হক খান
নিরালা, আকুয়া, ময়মনসিংহ।